২০/৪/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ — — — — — —
পৃষ্ঠা — ... কলাম ...

নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হোক

কলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করার গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আজ থে
জুড়ে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে যাবত
ত সম্পন্ন বলে জানানো হয়েছে। সাতটি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা
া ৫ লাখ ৬১ হাজার ১শ ১৪ জন। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জ
মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আ
ময় কার্যকর করা অর্থাৎ যে কলেজের পরীক্ষার্থী সেই কলেজে বসে পরীক্ষা না দেয়ার ব্যব
্যক শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে ভিজিল্যান্স টিম গঠন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জরুরি ভিজিল্যান্স ি
, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের মোটিভেশন কর্মসূচি, স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রয়োজনে বিডিও
ায়েনের সিদ্ধান্ত, এসএসসি পরীক্ষার মতো নকলে সহযোগিতার অভিযোগ পাওয়া মাত্র শিক্ষ
ার প্রভৃতি।

ত্যেক শিক্ষা বোর্ডের পৃথক পৃথক ভিজিল্যান্স টিম ছাড়াও এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দে
মিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ৫০ সদস্যের শক্তিশালী ভিজিল্যান্স টিম গঠন করেছে। এই টিম দে
কান কেন্দ্রে স্বল্প সময়ের নোটিশে মুভ করবে। যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল বা প্রত্যাহারের ক্ষম
বে এই টিমের সদস্যদের। এবারই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষায় আসন বিনিময় ব্যবস্থা কার্যকর ব
ি এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা কোনভাবেই নিজ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না। নক
রোধের লক্ষ্যে সরকারিভাবে গৃহীত এই সিদ্ধান্তগুলো অবশ্যই ভাল; কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতা ও
ার কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সিদ্ধ
বায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। প্রায় এক মাস আগে বিভিন্ন বোর্ড থেকে এইচএ
ক্ষার্থীদের কেন্দ্র চূড়ান্ত করার আদেশ দেয়া হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা শুরু হওয়ার মাত্র
আগে কেন্দ্র চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া হাতে নেয়া হয়। তড়িঘড়ি কেন্দ্র চূড়ান্ত করতে গিয়ে বেশ কয়ে
ন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। শহরের ছাত্রছাত্রীদের পাঠানো হয়েছে গ্রামে। আবার গ্রামের ছাত্রছাত্রী
ানো হয়েছে শহরে। এতে করে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। কে
ন্ত করার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিশৃংখলা যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। ন
রোধে কেন্দ্র পরিবর্তনকেই এবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের
ক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হয়েছে যে, 'কেন্দ্র থাকলে নকল থাকতে পারবে না। ন
লে কেন্দ্র থাকবে না। কেন্দ্র এবং নকল এক সাথে থাকবে না।' এটা শ্লোগান হিসেবে খুবই ভ
। বাস্তবে কতটা কার্যকর করা যাবে সেটাই প্রশ্ন। পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সম্ভাব্য
ই করতে হবে। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অন্যান্য বোর্ড থেকেও সতর্কবাণী উচ্চ
হয়েছে। সতর্কবাণীতে নকলের কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। পরীক্ষায় নকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ
। জাতিকে বিপর্যস্ত করে। পরীক্ষায় নকল করা বা নকলে সহায়তা করা থেকে বিরত থাকুন। ন
। ডিগ্রি নিয়ে নিজেকে প্রতারিত করবেন না। নকল করে পাওয়া ডিগ্রি কর্মজীবনে কোন কাজে অ

শিক্ষকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, পরিদর্শক হিসেবে নকলে সহায়তা প্রদান করলে বহিষ্কৃত
রন, বেতন-ভাতাদি বন্ধ হতে পারে, চাকরিচ্যুত হতে পারেন। শিক্ষক হিসেবে নকলে সহায়তা
ত্যুক্ত হওয়া সমগ্র শিক্ষক সমাজের জন্য কলঙ্ক স্বরূপ। নিজের অপকর্মের দায় যেন শিক্ষক সমা
র না বর্তায় এই বিষয়ে সচেতন থাকুন।

শিক্ষা বোর্ডের উল্লিখিত কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতসব কথামালার পর পরিস্থিতি কত
টায় সেটাই দেখার বিষয়। তবে চোরকে ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে খুব একটা লাভ অতীতে হয়নি। ন
রোধে নগদ ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশি কার্যকর। নকল প্রতিরোধে শিক্ষকদেরই সবচেয়ে গুরুত্ব
কা রয়েছে। কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীও বলেছিলেন, শিক্ষকরা আন্তরিক হলে নকল বহুলাংশে
ব। আমরাও তা বিশ্বাস করি। অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

নকলই হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালে
লমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপও আশঙ্কা দূর করতে পারছে
র পাওয়া গেছে, একই শহরে এক গ্রুপ নকলবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। অন্য গ্রুপ নকল সর
ং নকলে সহায়তাকারী পকেট-বই, কাগজপত্র বিক্রি করছে। এ অবস্থার মধ্য দিয়েই শুরু
চএসসি পরীক্ষা। শিক্ষার স্বার্থে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ জরুরি। নকলবাজরা
নভাবেই কারো কাছে প্রশ্রয় না পায়— এ ব্যাপারে শিক্ষক-অভিভাবক-রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ সমা